জনসংযোগ কার্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন:৭৭৯১০৪৫-৫১, ফ্যাক্স:০২২২৪৪৯১০৫২
ওয়েবসাইট: www.juniv.edu

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গবন্ধু অমর এবং চিরঞ্জীব

-জাবি উপাচার্য ড. ফারজানা ইসলাম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ আগস্ট ২০২১।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬-তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল দশটায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মো. নূরুল আলম, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রহিমা কানিজ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এ মামুন, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোহা. মুজিবুর রহমান, জাহানারা ইমাম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. যুগল কৃষ্ণ দাস, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. আবদুল্লাহেল কাফী, শেখ হাসিনা হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক বশির আহমেদ, বেগম সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. মোতাহার হোসেন, শহীদ সালাম বরকত হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আলী আজম তালুকদার, শহীদ রফিক-জব্বার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট মাহবুবুল কবির হিমেল, মওলানা ভাসানী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ.স.ম ফিরোজ-উল-হাসান, অফিসার সমিতির সভাপতি ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবু হাসান প্রমুখ উপাচার্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় অনলাইনে যুক্ত হয়ে উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, বেদনাবিধুর আগস্ট মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হারিয়েছি। ঘাতকের দল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে বাঙালি জাতির অনন্ত প্রেরণার উৎস বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির দোসরদের বুলেটে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এদিন শহীদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর তিন পুত্র, দুই পুত্রবধূ এবং তাঁর অনেক নিকটতম স্বজনও। সৌভাগ্যবশত বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা সেই সময় ইউরোপে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। উপাচার্য বলেন, দীর্ঘ সময়, বছরের পর বছর বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা দেশ বিদেশে বীরদর্পে বিচরণ করেছে বটে। কিন্তু খুনিদের বিচারের দাবি এদেশের মানুষের মন থেকে কখনোই উবে যায়নি। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার সরকার জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার করছে। উপাচার্য বলেন, বাঙালি শোককে শক্তিতে পরিণত করতে শিখেছে। জীবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে শহীদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক শক্তিশালী। মানুষের মনের ভেতর যে বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ঠাই করে নিয়েছেন, তাকে উৎখাত করার শক্তি ও সামর্থ কারো নেই। উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আমরা সাময়িক থমকে দাড়িয়ে ছিলাম বটে। তবে আমরা অন্ধকার বিদিশার মধ্যে আশার আলো পেয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর দুই প্রাণ বেঁচে ছিল বলে। আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়ার জন্যই হয়তো শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু মিশে আছেন বাঙালির মনোজগতে। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু জাতির কাছে অমর এবং চিরঞ্জীব। ১৫ আগস্টের শোক শক্তিতে রূপান্তর ঘটেছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণের লক্ষ্যে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন নবনিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. রাশেদা আখতার, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. মুহম্মদ হানিফ আলী।

উপাচার্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা ক্লাব, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, শিক্ষক সমিতি, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদ, ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, জাবি স্কুল ও কলেজ, অফিসার সমিতি, কর্মচারি সমিতি, কর্মচারি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে করোনা থেকে সুরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারিদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়। বেলা এগারোটায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের সামনে স্থাপিত বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে উপাচার্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। উপাচার্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট এবং অন্যান্য হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন অফিস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এছাড়াও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মসজিদে কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল, মন্দিরে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আগামী ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে '১৫ আগস্ট শোক থেকে শক্তি: বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা চিন্তা ও আগামীর সোনার বাংলা' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিতব্য এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্মারক বক্তৃতা দেবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি।

ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)